নবীজির উত্তম গুণাবলি ﷺ

বই	নবীজির উত্তম গুণাবলি ﷺ
মূল	আহমাদ মুস্তফা কাসেম আত-তাহতাবী
অনুবাদ	মুফতী উসমান গণী
সম্পাদনা	মুফতী তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	মুফতী ইউনুস মাহবুব

নবীজির উত্তম গুণাবলি

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আহমাদ মুস্তফা কাসেম আত-তাহতাবী

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

নবীজির উত্তম গুণাবলি ﷺ
আহমাদ মুস্তফা কাসেম আত-তাহতাবী

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
সফর ১৪৪০ হিজরী / অক্টোবর ২০১৮ ঈসায়ী

প্রাপ্তিস্থান
খিদমাহ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯ ৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১২০.০০ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা,
৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

সূচিপত্র

রাসূল সা.-এর যাবতীয় গুণাবলির একটি
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ০৯
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর
বংশ এবং তাঁর পবিত্র নামসমূহ ২৬
রাসূল সা.-এর বিশেষ গুণাবলি, মর্যাদা
এবং স্বভাব-চরিত্রের বর্ণনা ৩২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর
আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা ৪০
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর
বাহ্যিক অবস্থাদি ৪৪
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর
কর্ম এবং তাঁর দুআ ৪৮
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর
নামাজ এবং তাঁর অন্যান্য ইবাদত ৫২
রাসূল সা. কর্তৃক রোগীর দেখাশুনা
এবং মুসলিমদের জানাযায় অংশগ্রহণ ৬৬
রাসূল সা. কর্তৃক সৎ কাজে আদেশ ও
অসৎ কাজে নিষেধ ৭৩
রাসূল সা.-এর সিয়াম পালন এবং
তাঁর ইতেকাফ গ্রহণ ৭৮
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর
দুআ ও মুনাজাত ৮১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হজ ৮৭

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর
অনুসৃত বিবাহের কিছু রীতিনীতি ৯১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর
দুনিয়া বিরাগ ৯৩
হদ বা দণ্ডবিধি বাস্তবায়নে তাঁর রীতিনীতি ৯৪
রাষ্ট্র পরিচালনা এবং বিচারকার্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কর্মপন্থা ৯৬
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর
অনুসৃত কিছু যুদ্ধনীতি ৯৮
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর
পানাহারের আদবসমূহ ১০২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর
অনুপম কিছু রীতিনীতি ১০৫

بسم الله الرحمن الرحيم

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাবতীয় গুণাবলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেছেন, "তাঁর স্বভাব-চরিত্র ছিল কুরআনের প্রতিচ্ছবি।" অর্থাৎ তিনি তাঁর জীবনের সবকিছুই কুরআনের নির্দেশনা-মাফিক আঞ্জাম দিতেন। তাঁর সন্তুষ্টি, তাঁর অসন্তুষ্টি সবকিছুই ছিল কুরআনের নির্দেশনা-মাফিক। ব্যক্তিগত কারণে তিনি কারও থেকে প্রতিশোধ নিতেন না, ব্যক্তিগত কারণে গোস্বাও করতেন না। আল্লাহ তাআলার হুকুম এবং শরয়ী বিষয়ে কাউকে তিনি ছাড়ও দিতেন না। তিনি শুধু আল্লাহ তাআলার জন্যই রাগ করতেন। আর তিনি যখন রাগ করতেন, তখন কেউ তা নিবারণ করতে পারত না।

তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সাহসী, বড় দানবীর এবং অত্যন্ত প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী। তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হয়েছে আর তিনি 'না' বলেছেন, এমনটি কখনো হয়নি। তাঁর ঘরে একটি দীনার বা একটি দিরহামও রাত অতিবাহিত করত না। তাঁর কাছে কোনো দীনার-দিরহাম থাকাবস্থায় রাত চলে আসলে তা কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করে তবে তিনি ঘরে ফিরতেন।

আল্লাহ তাআলা জীবিকা হিসেবে তাঁকে যা-ই দিতেন, তিনি শুধু তাঁর পরিবারের বাৎসরিক খাদ্যসামগ্রী হিসেবে কিছু খেজুর এবং যব ব্যতীত কিছুই রাখতেন না। মাঝে মাঝে এগুলো থেকেও অন্যদেরকে দান করতেন। ফলে বৎসর শেষ হওয়ার আগেই তাঁর পরিবারের খাদ্যসামগ্রী শেষ হয়ে যেত।

তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ধৈর্যশীল এবং পর্দার আড়ালের কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল। অধিকাংশ সময়ই তিনি তাঁর চক্ষুযুগল নিচু রাখতেন। তিনি সাধারণত হালকা দৃষ্টিতে তাকাতেন। তাঁর মতো বিনয়ী কেউই ছিল না। ধনী-গরীব, স্বাধীন-পরাধীন সকলের দাওয়াতই তিনি কবুল করতেন। মানুষের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে দয়ালু। বিড়ালের জন্য পানির পাত্রকে তিনি নুইয়ে দিতেন এবং তা এভাবেই রাখতেন, যতক্ষণ না বিড়াল পরিতৃপ্ত হতো। মানুষের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে সদয়। তিনি তাঁর সাহাবীগণকে খুব সম্মান করতেন। তাঁদের মাঝে বসা অবস্থায় তিনি কখনো পা ছড়িয়ে দিতেন না। বসার জায়গা সংকীর্ণ হলে নিজে সরে গিয়ে অন্যকে জায়গা করে দিতেন। বসার সময় তাঁর হাঁটু তাঁর কোনো সাথীর হাঁটুর সম্মুখে যেত না। তাঁর সাথীরা ছিলেন তাঁর জন্য নিবেদিতপ্রাণ। তিনি কথা বললে তাঁরা চুপ থাকতেন। তিনি কোনো নির্দেশ দিলে তাঁরা তাঁর নির্দেশ পালনে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন।

সব সময় তিনি তাঁর সাথীদের খোঁজ-খবর রাখতেন, কেউ অনুপস্থিত থাকলে তিনি তার অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। কেউ অসুস্থ হলে তিনি তাকে দেখতে যেতেন এবং তার সেবা করতেন। তিনি তাঁর অনুপস্থিত সাথীদের জন্য নিরাপত্তার দুআ করতেন। কেউ মারা গেলে তিনি "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" পড়তেন এবং তার জন্য নিয়মিত দুআ করতেন। কেউ কোনো বিষয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হলে তিনি তার নিকট গমন করতেন, তাকে অভয় এবং সান্ত্বনা দিতেন। তিনি তাঁর সাথীদের বাগ-বাগিচায় গমন করতেন, তাদের দাওয়াত কবুল করতেন। অভিজাতবর্গের প্রয়োজনাদির ব্যাপারে খুব সচেতন থাকতেন। সম্মানিত ব্যক্তিদের তিনি সম্মান করতেন যথাযথভাবে। অধিকারপ্রাপ্তির ব্যাপারে দুর্বল-শক্তিধর সকলেই ছিল তার নিকট সমান। পথ চলার সময় কেউ তার পেছনে পেছনে চলা তিনি পছন্দ করতেন না; বরং বলতেন, আমার অনুগামী হিসাবে ফেরেশতাগণই যথেষ্ট। তিনি আরোহী আর কেউ তাঁর সাথে সাথে পদাতিক চলছে, তিনি তা মেনে নিতেন না; বরং তাকেও তিনি তাঁর বাহনে উঠিয়ে নিতেন। কেউ তাঁর বাহনে উঠতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে তিনি তাকে বলতেন "তুমি আমার সম্মুখ চলে যাও, অমুক স্থানে তোমার সাথে আমার দেখা হবে।" কেউ তাঁর খেদমত করলে তিনিও তার খেদমত করতেন। তার কয়েকজন গোলাম-বাঁদিও ছিল, তবে খাবার এবং পোশাকে তিনি তাদের চেয়ে আলাদা ছিলেন না।

হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. বলেন, "আমি প্রায় দশ বৎসর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমত করেছি। সফরে এবং হযরে (সফরবিহীন অবস্থায়) আমি খেদমত করার জন্য তাঁর সাথে থাকতাম। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তাঁর যতটুকু খেদমত করতাম, তিনি এর চেয়েও অনেক বেশি আমার খেদমত করতেন। তিনি আমাকে কখনো উফ শব্দটি পর্যন্ত বলেননি। আমার কোনো কাজের ব্যাপারে তিনি কখনো আমাকে বলেননি– তুমি এমন করলে কেন? কখনো এমন হয়নি যে, আমি কিছু করা ছেড়ে দিয়েছি আর তিনি বলেছেন, তুমি ঐ কাজ করলে না কেন?"

একবারের ঘটনা: তিনি এক সফরে ছিলেন। সঙ্গীদেরকে তিনি একটি বকরি প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তা জবাই করব। আরেকজন বললেন, আমি এর চামড়া ছিলে দেবো। আরেকজন বললেন, আমি তা পাকাব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পাক করার জন্য আমি লাকড়ি সংগ্রহ করে দেবো। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাই তো কাজে আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি জানি তোমরা আমার পক্ষ থেকে যথেষ্ট, তবে আমি বিশেষ অবস্থানে থাকতে অপছন্দ করি। কেননা, আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে তাঁর সাথীদের মাঝে বিশেষ অবস্থানে দেখতে অপছন্দ করেন।" এরপর তিনি উঠে গিয়ে লাকড়ি সংগ্রহ করে এনে দিলেন।

একবার তিনি সফরে ছিলেন। নামাজের সময় হয়ে গেলে তিনি নামাজের স্থানে আগমন করলেন। কিন্তু একটু পরই তিনি সেখান থেকে আবার ফিরে গেলেন। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি আমার উটনীটি বেঁধে আসছি।' উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, এটা তো আমরাই বাঁধতে পারি। তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন অন্য লোকের সাহায্য না নেয়; যদিও তা মিসওয়াক চাবানোর মতো সামান্য বিষয়েই হোক না কেন।"

তিনি প্রত্যেক উঠা-বসায় আল্লাহ তাআলার যিকির করতেন। কোনো মজলিসে উপস্থিত হলে যেখানে জায়গা পেতেন সেখানেই তিনি বসে যেতেন। অন্যদেরকেও তিনি এ নিয়ম মেনে চলতে নির্দেশ দিতেন। কোনো কিছু বন্টন করলে মজলিসে উপস্থিত সকলের মাঝে সমভাবে বন্টন করতেন এবং উপস্থিত সকলকে তিনি সমান সম্মান করতেন। তাঁর মজলিসে কেউ একথা মনে করতে পারত না যে, অমুক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আমার চেয়ে বেশি সম্মানিত এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর নিকট কেউ বসলে লোকটি উঠে যাওয়া পর্যন্ত তিনি উঠতেন না, তবে তাঁর কোনো ব্যস্ততা থাকলে অনুমতিসাপেক্ষে তিনি সেখান থেকে উঠে যেতেন। বিনিময় হিসেবে তিনি কাউকে এমন কিছু প্রদান করতেন না, যা গ্রহীতা অপছন্দ করে। মন্দের বিনিময় তিনি মন্দের দ্বারা দিতেন না; বরং ক্ষমা করে দিতেন।

তিনি অসুস্থদের সেবা করতেন, মিসকীনদের ভালোবাসতেন, তাদের সাথে বসতেন এবং তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি কোনো ফকীরকে দারিদ্রতার কারণে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন না এবং কোনো বাদশাহকে তার বাদশাহির কারণে তোয়াক্কা করে চলতেন না। নেয়ামত যত ছোটই হোক না কেন, তিনি এর যথাযথ মূল্যায়ন করতেন, একে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন না। খাবারের দোষ তিনি কখনোই বর্ননা করতেন না। ভালো লাগলে খেতেন, না হয় রেখে দিতেন। তিনি প্রতিবেশীদের হক সংরক্ষণ করতেন এবং মেহমানকে সম্মান করতেন। তিনি ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল।

আল্লাহ তাআলার ইবাদত বা প্রয়োজনীয় কোনো কাজ ছাড়া তিনি সময় অতিবাহিত করতেন না। তাকে দুটি বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হলে তিনি সব সময় সহজটিকেই গ্রহণ করতেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে সব সময় তিনি দূরে থাকতেন। তিনি নিজেই নিজের জুতা সেলাই বা মেরামত করতেন, কাপড়ে তালি লাগাতেন। ঘোড়া, গাধা এবং খচ্চরেও তিনি আরোহণ করতেন। বাহনের ওপর চড়ে পেছনে গোলামকেও আরোহণ করাতেন। আস্তিনের কিনারা দিয়ে বা চাদরের অংশ দিয়ে তিনি তাঁর ঘোড়ার চেহারা মুছে দিতেন।

নেক-ফালি বা শুভ লক্ষণ তিনি পছন্দ করতেন, কোনো কিছুকে অশুভ মনে করা তিনি অপছন্দ করতেন। পছন্দনীয়

কিছু পেলে তিনি الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার, যিনি সমগ্র জাহানের রব।) বলতেন। আর অপছন্দনীয় কিছু ঘটে গেলে الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা) বলতেন। আহার শেষ করার পর তিনি এই দুআ পড়তেন– الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا، وَسَقَانَا، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ (সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।[১])

তিনি সাধারণত কিবলার দিকে মুখ করে বসতেন, অধিক পরিমাণে যিকির করতেন, নামাজ লম্বা করতেন এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত করতেন। এক মজলিসে তিনি একশবার ইস্তিগফার পড়তেন। তিনি 'কিয়ামুল লাইল' (রাত জেগে আল্লাহ তাআলার ইবাদত) করতেন; এমনকি (দীর্ঘ সময় কিয়ামুল লাইল করার কারণে) তাঁর পা দুটি ফুলে যেত। সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং প্রতি মাসে (আইয়ামে বীযের তথা আরবি মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ) তিন দিনসহ আশুরার দিনেও তিনি রোজা রাখতেন। জুমআর দিন তিনি কমই রোজা ছাড়া কাটাতেন।[২] তাঁর অধিকাংশ নফল রোজা হতো শা'বান মাসে। সহীহ বুখারী-মুসলিমে

---

১. সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৫০; সুনানে তিরমিযী: ৩৪৫৭

২. হাদীসে শুধু জুমআর দিন রোজা রাখার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে, অবশ্য এর আগের দিন বা পরের দিন-সহ মিলিয়ে রাখা যেতে পারে। - সম্পাদক

আছে, হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন লাগাতার রোজা রাখা শুরু করতেন, তখন আমরা বলতাম, "তিনি বোধ হয় আর রোজা ছাড়বেন না।" আর যখন রোজা ছাড়তেন, তখন আমরা বলতাম, "তিনি বুঝি আর রোজা রাখবেন না।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চোখ দুটি নিদ্রা যেত, কিন্তু ওহীর অপেক্ষায় তাঁর কলব নিদ্রা যেত না। ঘুমের সময় তাঁর নাক ডাকত, তবে খুব বেশি আওয়াজ হতো না। স্বপ্নে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে তিনি বলতেন– هُوَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (তিনিই আল্লাহ, তাঁর কোনো শরীক নেই।) যখন বিছানায় যেতেন, তখন বলতেন– رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ (হে আমার প্রতিপালক, যেদিন আপনার বান্দাদের পুনরুত্থান ঘটাবেন, সেদিন আমাকে আপনার আযাব থেকে মুক্তি দান করুন।[৩]) ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলতেন– الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের মৃত্যুর পর তথা ঘুমের পর জীবন দান করলেন। আর আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব।[৪])

তিনি সদকা গ্রহণ করতেন না, হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং হাদিয়াদাতাকেও তিনি প্রতিদান হিসেবে হাদিয়া দিয়ে দিতেন। তাঁর পানাহারে আড়ম্বরতা ছিল না। ক্ষুধার কষ্টে তিনি পেটে পাথর বেঁধেছেন। আল্লাহ তাআলা

৩. মুসনাদে আহমাদ: ২৬৪৬২
৪. সহীহ বুখারী: ৬৩২৪

তাঁকে দুনিয়ার ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠি গ্রহণের সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি তা গ্রহণ করেননি; বরং আখিরাতকে তিনি দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি সিরকা দিয়ে রুটি খেতেন এবং বলতেন, "সিরকা একপ্রকার উত্তম তরকারি।"

তিনি মুরগি এবং রাজহাঁসের মতো দ্রুতগামী একপ্রকার পাখির গোশত খেতেন। হালাল দ্রব্যাদির মধ্য থেকে কিছু পেলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। তাঁর কাছে কোনো কিছু উপস্থিত করা হলে অবজ্ঞাভরে তা সরিয়ে দিতেন না। দুর্লভ কিছুর জন্য তিনি অতি আগ্রহও প্রকাশ করতেন না। সহজলভ্য হালাল খাবারকেও তিনি উপেক্ষা করতেন না। শুধু খেজুর খেয়েও তিনি কালাতিপাত করতেন। ভুনা দ্রব্যাদির প্রতি তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। যবের রুটি বা আটার রুটি কোনোটাই তিনি অপছন্দ করতেন না। মিষ্টি এবং মধু দুটোই তিনি খুব পছন্দ করতেন। ঠাণ্ডার সাথে মিষ্টি জাতীয় পানীয় তিনি খুব পছন্দ করতেন। তিনি গোশত খুব পছন্দ করতেন। একবার হাইসাম বিন তায়্যিহান রাযি. তাঁকে দাওয়াত দিয়ে উন্নত গোশতের ব্যবস্থা করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আপ্যায়নের অবস্থা দেখে বলেছিলেন, "তুমি সম্ভবত গোশতের প্রতি আমার আগ্রহের কথা জানতে পেরেছ।"

তিনি হেলান দিয়ে আহার করতেন না। আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত লাগাতার তিন দিন

পরিতৃপ্ত হয়ে তিনি আটার রুটি খাননি। তিনি তা করেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে, দারিদ্রতা বা কৃপণতার কারণে নয়। তিনি ওলীমার দাওয়াতও গ্রহণ করতেন। স্বাধীন-পরাধীন কারও দাওয়াতই তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন না। কেউ কিছু হাদিয়া দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন, চাই তা যত সামান্যই হোক না কেন। তিনি বলতেন, "তোমরা যাইতুন খাও এবং এর তেল ব্যবহার কর। কেননা, তা পবিত্র বৃক্ষ থেকে সংগৃহীত।" তিনি সাধারণত তিন আঙুল দিয়ে খাবার খেতেন। খাবারের শেষে আঙুলগুলো চেটে পরিষ্কার করতেন। খাওয়ার পর পায়ের তালুতে হাত মুছতেন। তিনি শুকনো খেজুর দিয়ে যবের রুটি খেতেন। আর কাঁচা খেজুর দিয়ে খেতেন তরমুজ ও সবজি। আর মাখন দিয়ে খেজুর খেতেন। তিনি মিষ্টি দ্রব্য এবং মধু পছন্দ করতেন। সাধারণত তিনি বসে বসে পানি পান করতেন, তবে কোনো কারণবশত দাঁড়িয়েও পান করতেন। পান করার সময় তিনি তিনবার শ্বাস নিতেন এবং শ্বাস নেওয়ার সময় পাত্র থেকে মুখ দূরে রাখতেন। মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে কোনো কিছু পান করানোর সময় ডানদিক থেকে শুরু করতেন।

তিনি দুধ পান করতে ভালোবাসতেন। খাওয়ার পরে তিনি লোকদেরকে এই দুআ পড়তে বলতেন– اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ (হে আল্লাহ, আমাদের খাবারে বরকত দিন এবং এর চেয়েও উত্তম খাবার আমাদেরকে

দান করুন।) দুধ পান করার পর তিনি লোকদেরকে এই দুআ পড়তে বলতেন– اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ (হে আল্লাহ, আমাদেরকে এতে বরকত দান করুন এবং আরও বাড়িয়ে দিন।)

তিনি বলতেন, খাবারের মধ্যে শুধু দুধই এমন, যা খাবার এবং পানীয় উভয়টির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। তিনি পশমি কাপড় পরিধান করতেন এবং পশমি জুতা ব্যবহার করতেন। পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি আড়ম্বরতা অপছন্দ করতেন। মাঝে মাঝে তিনি ইয়েমেনী জুব্বাও পরিধান করতেন। চাদরের চেয়ে জামাকেই বেশি পছন্দ করতেন তিনি। নতুন কাপড় পরিধান করলে তিনি এই দুআ পড়তেন–

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

হে আল্লাহ, আমি আপনার প্রশংসা করছি। আপনিই আমাকে এই কাপড়টি পরিধান করিয়েছেন। আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ এবং এতে বিদ্যমান অন্য সকল কল্যাণও কামনা করছি এবং এর সকল অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৫]

৫. সুনানে আবূ দাউদ: ৪০২০

সবুজ কাপড়ও তিনি পছন্দ করতেন। ওযরবশত তিনি শুধু লুঙ্গি পরেও থাকতেন এবং এর কোণাগুলো বেঁধে রাখতেন কাঁধের সাথে। জুমআর দিন তিনি লাল চাদর পরিধান করতেন এবং মাথায় পাগড়ি বাঁধতেন। তিনি তাঁর ডান হাতে রুপোর আংটি ব্যবহার করতেন। তবে কখনো বাম হাতেও পরতেন। তাঁর আংটিতে محمد رسول الله অঙ্কিত ছিল।

[এ মুদ্রণের আকৃতি ছিল এরকম:]*

তিনি সুগন্ধি খুব পছন্দ করতেন, দুর্গন্ধ একেবারেই সহ্য করতেন না। তিনি বলতেন, "আল্লাহ তাআলা আমার নিকট স্ত্রী ও সুগন্ধিকে পছন্দনীয় করেছেন এবং নামাজের মধ্যে রেখেছেন আমার চোখের শীতলতা।"

তিনি মিশ্রিত সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। ঊদ বৃক্ষের কাণ্ড এবং কর্পূর দ্বারা তিনি ধোঁয়া দিতেন। তিনি চোখে ব্যবহার করতেন 'ইসমিদ' নামক সুরমা। রোজা তাঁর জন্য প্রতিবন্ধক হতো না। তিনি তাঁর মাথায় এবং দাড়িতে তেল ব্যবহার করতেন। তিনি বিরতি দিয়ে তেল ব্যবহার করতেন এবং অধিক পরিমাণে সুরমা ব্যবহার করতেন। চুল আঁচড়ানো, জুতা পরিধান করা, পবিত্রতা অর্জনসহ গুরুত্বপূর্ণ সব কাজে তিনি প্রাধান্য দিতেন ডানদিককে।

তিনি আয়নায় মুখ দেখতেন। সুঁই-সুতা, আয়না, চিরুনি, কেঁচি, মিসওয়াক এবং তেলের কৌটা– এগুলো তিনি সফরে

---

৬. সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।

নিজের সাথে রাখতেন। রাতে তিনবার মিসওয়াক করতেন। একবার ঘুমের আগে, দ্বিতীয়বার ঘুমের পরে, তৃতীয়বার ফজরের নামাজের সময়। তিনি শিঙাও ব্যবহার করতেন।

তিনি রসিকতা করতেন, তবে এতে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটত না। তাঁর নিকট একজন মহিলা এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, বাহনের জন্য আমাকে একটি উট দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "বাহন হিসেবে তোমাকে আমি একটি উটনীর বাচ্চা দেবো।" মহিলাটি বলল, এটা তো আমাকে বহন করতে পারবে না। তিনি বললেন, "তোমাকে আমি একটি উটনীর বাচ্চাই দেবো।" মহিলাটি আবারও বলল, এটা তো আমাকে বহন করতে সক্ষম হবে না। মহিলাটির অবস্থা দেখে লোকেরা বলল, "এই যে শোন, সকল উট তো কোনো না কোনো উটনীর বাচ্চাই হয়ে থাকে।"

আরেকজন মহিলা এসে তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার স্বামী অসুস্থ। তিনি আপনাকে তার নিকট তাশরীফ নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমার স্বামী কি ঐ ব্যক্তি নয়, যার চোখে একটু শুভ্রতা আছে?" মহিলাটি ঘরে গিয়ে তার স্বামীর চোখ খুলে দেখতে লাগল। তার স্বামী তাকে বলল, তোমার কী হলো? তুমি এমন করছ কেন? মহিলাটি বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার চোখে নাকি একটু শুভ্রতা আছে।

একথা শুনে তার স্বামী বলল, আরে! সবার চোখেই তো শুভ্রতা আছে।

আরেক বৃদ্ধা নারী এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, দুআ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে জান্নাত দান করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে অমুকের মাতা, বৃদ্ধারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" এ কথা শুনে বৃদ্ধা মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যেতে লাগল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তাকে বলে দাও, সে বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে যাবে না; বরং সে যখন জান্নাতে যাবে, তখন সে অপরূপা যুবতী হয়েই জান্নাতে যাবে।" যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً - فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا - عُرُبًا أَتْرَابًا

"আমি তাদেরকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। এবং তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, প্রেমময়ী এবং সমবয়স্কা।"[৭]

আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সার্বিক পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"আর নিশ্চয় আপনি চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত।"[৮]

---

৭. সূরা ওয়াকিয়া: ৩৫-৩৭
৮. সূরা কলাম: ৪

আল্লাহ তাআলা তাঁকে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলের ইলম দান করেছেন। তিনি জানতেন মুক্তি এবং সফলতা কোন পথে। অথচ তিনি ছিলেন উম্মী, পড়তেও জানতেন না, লিখতেও জানতেন না। মানুষের মধ্যে তাঁর কোনো শিক্ষক ছিল না। তিনি জন্মগ্রহণও করেছিলেন একটি জাহেলি সমাজে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এত অধিক জ্ঞান দান করেছেন, যা তিনি অন্য কাউকেই দান করেননি। তিনি তাঁকে সকল মাখলুকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

তিনি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠতম বিশুদ্ধ এবং মিষ্টভাষী। তাঁর সাথে মোকাবিলায় আসতে পারে এমন কেউ ছিল না। তাঁর কথার মিষ্টতা ছিল অনন্য। তাঁর প্রজ্ঞার গভীরতা ছিল সীমাহীন। তিনি ছিলেন সবচেয়ে সত্যভাষী। তিনি অল্প কথায় অনেক বুঝাতে পারতেন। আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি অবগত। প্রতিটি সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে তিনি তাদের ভাষায় কথা বলতে পারতেন।

বিশিষ্ট সাহাবী কবি হাসসান বিন সাবেত রাযি. তাঁর ব্যাপারে যথার্থই বলেছেন–

مَتَى يَبْدُ فِي الدَّاجِي الْبَهِيمِ جَبِينُهُ
يَلُحْ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّجَى الْمُتَوَقِّدِ
فَمَنْ كَانَ أَوْ مَنْ قد يَكُونَ كَأَحْمَدَ
نِظَامٌ لِحَقٍّ أَوْ نَكَالٌ لِمُلْحِدِ

"যখন নিকষ কালো আঁধার রাতে
কপাল তাঁর প্রকাশ পেল,
যেন প্রদীপ শিখার আগমনে
রাতের আঁধার কেটে গেল।
হয়েছে কি কেউ,
হবে কি কখনো আহমাদ তুল্য এ ধরাতে,
আগমন তাঁর হকের তরে,
অবিশ্বাসীকে শাস্তি দিতে?"

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবু বকর রাযি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখে বলতেন–

أَمِينٌ مُصْطَفًى لِلْخَيْرِ يَدْعُو
كَضَوْءِ الْبَدْرِ زَايَلَهُ الظَّلَامُ

"বিশ্বস্ত ও নির্বাচিত তিনি,
কল্যাণের পথে আহ্বানকারী।
উজ্জ্বলতায় তিনিই হলেন,
আঁধার রাতের পূর্ণ শশী।"

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমার রাযি. তাঁর দিকে তাকিয়ে হারাম ইবনে সিনানের ব্যাপারে যুহাইরের এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন–

لَوْ كُنْتَ من شيءٍ سِوَى بَشَرٍ
كُنْتَ المُضِيءَ لَيْلَةَ البَدْرِ

"মানব না হয়ে যদি হতে তুমি অন্য কিছু
তুমিই হতে পূর্ণিমার রাতকে উজ্জ্বলকারী।"

হযরত আলী রাযি. তাঁর ব্যাপারে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন–

"তিনি ছিলেন মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় দানশীল, সবচেয়ে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী, সত্যভাষী, দায়িত্ব সচেতন, মিষ্টক প্রকৃতির, স্বভাবে কোমল। হঠাৎ কেউ দেখলে তাঁর গাম্ভীর্যের কারণে প্রভাবিত হতো। যে-ই তাঁর সাথে মিশত, তাঁকে মন থেকে ভালোবাসত। তাঁর গুণাগুণ বর্ণনাকারী প্রত্যেকের ভাষ্য হলো– আমি পূর্বেও তাঁর মতো কাউকে দেখিনি, পরেও তাঁর মতো কাউকে দেখব না। আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।"